আমি সবসময়ই বিপদের মধ্যে থাকি।
যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত রূপ ঃ আমি হই এমন ব্যক্তি যে সবসময় বিপদের মধ্যে থাকে। (A)
এখন বাসে ওঠা যাচ্ছে না।
যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত রূপ ঃ এই সময় নয় এমন সময় যখন বাসে ওঠা যাচ্ছে। (E)
নিশ্চয়ই বৃষ্টি হয়েছে।
যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত রূপ ঃ এই সময় হয় এমন সময় যখন বৃষ্টি হয়েছে। (A)
এই ন্যায়টিতে কোন ভ্রান্ত পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়নি।
যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত রূপ ঃ এই ন্যায়টি নয় এমন ন্যায় যেখানে কোন ভ্রান্ত পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। (E)
এই খবরটি খুব ভাল খবর।
যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত রূপ ঃ এই খবরটি হয় খুব ভাল খবর। (A)
(বিশিষ্ট বচনের ক্ষেত্রে কোন পরিমাণমূলক শব্দ ব্যবহৃত হয় না)।

- অনেক বাক্যকে আদর্শ শর্তনিরপেক্ষ বচনের আকারে প্রকাশ করতে গিয়ে উপসংকেতের ব্যবহার করতে হয়। যেমন, 'গরীবেরা সর্বদাই তোমার সঙ্গে আছে' — এই বাক্যের অর্থ এই নয় যে, 'সব গরীব ব্যক্তি তোমার সঙ্গে আছে' কিংবা, 'কতিপয় গরীব ব্যক্তি তোমার সঙ্গে আছে'। এরকম ক্ষেত্রে 'সর্বদা' শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে 'সর্বদা' কথাটির অর্থ হল 'সকল সময়ে'। সুতরাং, এই বাক্যটির যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত রূপ হল ঃ 'সকল সময় হয় এমন সময় যখন গরীবেরা তোমার সঙ্গে আছে'। এখানে 'সময়' শব্দটি উদ্দেশ্য ও বিধেয় — উভয়স্থানেই থাকায় ঐ শব্দটিকে উপসংকেত বলা হয়।

- অনেক সময় বাক্যে পরিমাণের কোন উল্লেখ থাকে না। সেক্ষেত্রে বাক্যের অর্থ বুঝে নিয়ে এর যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত রূপ নির্ণয় করতে হবে।

কয়েকটি উদাহরণ ঃ

গোলাপ ফুল সুগন্ধি।
যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত রূপ ঃ কোন কোন গোলাপ ফুল হয় সুগন্ধি ফুল (I)।
সাদা হাতি আছে।
যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত রূপ ঃ কোন কোন হাতি হয় সাদা রঙের (I)।
পাতাবাহারের গন্ধ নেই।
যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত রূপ ঃ কোন পাতাবাহার নয় গন্ধযুক্ত (O)।
মানুষ স্বার্থপর।
যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত রূপ ঃ কোন কোন মানুষ হয় স্বার্থপর প্রাণী (I)।
গরু তৃণভোজী।
যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত রূপ ঃ সকল গরু হয় তৃণভোজী প্রাণী (A)।
সভায় সাংবাদিকরা উপস্থিত আছে।
যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত রূপ ঃ কোন কোন সাংবাদিক হয় এমন যারা সভায় উপস্থিত আছে (I)।

- একবাচক সদর্থক বাক্যের উদ্দেশ্যপদ অনির্দিষ্ট হলে তা হবে I বচন এবং একবাচক নঙর্থক বাক্যের উদ্দেশ্যপদ অনির্দিষ্ট হলে তা হবে O বচন।

Scanned with CamScanner